এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩

ভাবানুবাদ, গ্রন্থণা ও সম্পাদনা

সাইফুদ্দিন আহমেদ
আমিনুল ইসলাম সুজন
সৈয়দা অনন্যা রহমান
শারমিন আক্তার রিনি

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৫

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে বিভিন্ন গবেষণার তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এবং দি ইউনিয়ন এর "FCTC Article 5.3 Toolkit Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference" বিষয়ক প্রকাশনা থেকে এ গ্রন্থে ভাবানুবাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন The International Union against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) এর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট পরিবারের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

সূচি

ভূমিকা	০৪
এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩	০৫
তামাক কোম্পানির সংজ্ঞা	০৬
এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা বা নীতিসমূহ	০৬
আর্টিকেল ৫.৩ এর সুপারিশমালা	০৭
আর্টিকেল ৫.৩ এর উদ্দেশ্য ও সুবিধা	১৩
আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ	১৪
আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব	১৫
আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব	১৯
আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠান/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব	২১
এফসিটিসি কি?	২৩
এফসিটিসির আর্টিকেলসমূহ	২৬
এফসিটিসির আর্টিকেলসমূহ বর্ণনা	২৭
এফসিটিসি বাস্তবায়নের উদাহরণ	৪৪
সুপারিশ	৪৬

ভূমিকা

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতারণামূলক নানা কার্যক্রমের ফলে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম। ২০০৩ সালে এফসিটিসি যখন চুড়ান্ত হয় তখন এটি প্রথম স্বাক্ষর করেছিল বাংলাদেশ। পরবর্তী সময়ে ২০০৪ সালে এ চুক্তি অনুস্বাক্ষর বা র‍্যাটিফাইও করে বাংলাদেশ সরকার।

এফসিটিসির আলোকে সরকার ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করেছে। পরবর্তী সময়ে ২০০৬ সালে বিধিমালা প্রণয়ন করে। কার্যকর ও শক্তিশালী আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় এফসিটিসির আলোকে সরকার ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী পাস করে। এছাড়া ২০১৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা পাস হয়।

এফসিটিসিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ হয়েও বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করেনি। তবে ২০১৩ সালের ২৯ এপ্রিল সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং ২০১৫ সালে পাস হওয়া আইনের বিধিমালার আলোকে ২০১৬ সালের মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশের সব তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী আসবে। বাংলাদেশের পরে এফসিটিসি স্বাক্ষর করেও পৃথিবীর প্রায় ৭৫টি দেশ ইতিমধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও তামাক নিয়ন্ত্রণে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পরে এফসিটিসি স্বাক্ষর করলেও ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানের ক্ষেত্রে নেপাল, শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান–প্রভৃতি দেশ এগিয়ে গেছে।

আমরা মনে করি, দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। এজন্য তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এফসিটিসি ও এর আর্টিকেল ৫.৩- তে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক সকল কার্যক্রম বন্ধের পাশাপাশি কঠোর মনিটরিং অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তামাক কোম্পানির কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেই আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণে সফল হবো।

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩

বাংলাদেশ যেহেতু আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে তাই এফসিটিসি ও এর আর্টিকেল ৫.৩ ও অন্যান্য আর্টিকেলসমূহ প্রতিপালন করা বাংলাদেশের দায়িত্ব। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও নৈতিকতা জড়িত। তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা সরকার ও প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বচ্ছতা নিরূপনে নিয়োজিত তামাক কোম্পানির তথ্যাবলী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি দেখতে পায়, "তামাক কোম্পানিসমূহ দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক তামাকের ভয়াবহতা কমিয়ে আনতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আইন, নীতিমালা, কৌশলপত্র, কর্মসূচি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করতে নানারকম অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে"।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি'র প্রাক ঘোষণায় বলা হয়েছে, "তামাক কোম্পানির যে সকল কার্যক্রম তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে সচেতন, তথ্যসমৃদ্ধ ও সতর্ক থাকতে হবে।

এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী, "রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় আইনে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রণীত নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রভাবমুক্ত রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে"।

শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ (Parties) তামাক ব্যবহার কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিশ্বব্যাপি রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতাই নয় সেইসাথে প্রকাশ্যে তামাক কোম্পানির মোকাবেলাও এফসিটিসির একটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য। কনভেনশনের আর্টিকেল ৫.৩ তে উল্লেখ আছে "তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জনস্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় আইন অনুযায়ী তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক এবং অন্য কায়েমী স্বার্থ থেকে এই নীতিমালা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে বিস্তারিত সুপারিশমালা/নির্দেশনা প্রণয়নকল্পে COP-র (FCTC/২য় COP/14) সিদ্ধান্তানুযায়ী একটি দল (Working Group) গঠন করে।

রাষ্ট্রসমূহ তাদের নৈতিক অধিকারবলে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে ও সুরক্ষা প্রদান করতে জাতীয় আইন অনুযায়ী এই আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা/সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করবে।

‘তামাক কোম্পানি’র সংজ্ঞা

তামাক কোম্পানির কাজে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান, সত্ত্বা, সমিতি ও ব্যক্তি সেই সাথে তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক, পাইকারী বিক্রেতা, পরিবেশক, আমদানীকারক, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী চাষী, খুচরা বিক্রেতা, ফ্রন্ট গ্রুপ, তামাক কোম্পানির স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত আইনজীবী, বিজ্ঞানী ও তদবরিকারীসহ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভূক্ত থাকবে ।

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা বা নীতিসমূহ

রাষ্ট্রসমূহ আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী, তামাক কোম্পানি ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রভাবমুক্ত রাখতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নিম্নে ৪ ধরনের নির্দেশনা বা নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১: মুনাফাভোগী তামাক কোম্পানির স্বার্থ এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতিসমূহের স্বার্থ বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক।
২: রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যেসব আলোচনা করবে সেসব আলোচনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা/দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।
৩: রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা/দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৪: তামাক কোম্পানিকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার জন্য কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বা সহযোগিতা প্রদান করা যাবে না।

নীতি ১: মুনাফাভোগী তামাক কোম্পানির স্বার্থ এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতিসমূহের স্বার্থ বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক

পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, তামাক কোম্পানিসমূহ যেসব পণ্য (বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল ইত্যাদি) উৎপাদন করে সেগুলো ক্যান্সারসহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রণীত নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

নীতি ২: রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যেসব আলোচনা করবে সেসব আলোচনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা/দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে ।

তামাক কোম্পানি অনেক সময় তাদের নিজ স্বার্থে সরকারের সাথে আলোচনার সুযোগে

রাষ্ট্রের আইন ও নীতিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। FCTC এর আর্টিকেল ৫.৩ নীতিগত বিষয়ে তামাক কোম্পানির প্রভাবকে প্রতিহত করতে শক্তিশালী নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। এ আর্টিকেলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে রাষ্ট্রসমূহের সাথে তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের আলোচ্য বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

নীতি ৩: রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা/দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী প্রতিটি রাষ্ট্রেরই তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা/দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করনে নিজ নিজ দেশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

নীতি ৪: তামাক কোম্পানিকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার জন্য কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বা সহযোগিতা প্রদান করা যাবে না।

তামাক কোম্পানির প্রতি যেকোন ধরণের পক্ষপাতমূলক আচরণ যে কোন দেশের সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং FCTC আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা অনুসারে তামাক কোম্পানিকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার জন্য কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বা সহযোগিতা প্রদান করা যাবে না।

আর্টিকেল ৫.৩ এর সুপারিশমালা

তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতিমালাকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে নিম্নোক্ত ৮ টি কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা যাচ্ছে:

(১) তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে জনগণ এবং সরকারের সকল শাখায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তামাক কোম্পানির অতীত ও বর্তমানকালের সব অপকর্ম ও তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিসহ সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে পরিচালিত নীতিতে প্রভাব বিস্তারের সব ঘটনার তথ্য সম্পর্কে সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, ব্যুরো ও সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে সচেতন ও তথ্য প্রদান করতে হবে। তামাক কোম্পানির প্রভাব সফলভাবে মোকাবেলা করতে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসির কার্যক্রম সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই তামাক কোম্পানির পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি, সুবিধাভোগী দল ও সহযোগী সংগঠনের সব কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

(২) তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাক কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে সবরকম যোগাযোগ এড়িয়ে চলতে হবে। যদি আলোচনার প্রয়োজন হয় তবে তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহকে তামাক কোম্পানির সকল প্রকার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ বা সমাধান করতে হবে এবং রাষ্ট্রসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে তামাক কোম্পানি কোনভাবেই সরকারের সহযোগী নয়। তামাকজাত দ্রব্য এবং তামাক কোম্পানিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। তবে তা অবশ্যই প্রকাশ্যে স্বচ্ছভাবে হতে হবে।

(৩) তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় তামাক নিয়ন্ত্রনে উদ্যোগ গ্রহণ, সেচ্ছাসেবকদের আচরনবিধি প্রণয়ন, নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির সঙ্গে সব ধরনের অংশীদারিত্বমূলক ও অপ্রয়োগযোগ্য কার্যকলাপ বর্জন করতে হবে।

তামাক কোম্পানির স্বার্থ ও সরকারের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বার্থ বিপরীতমুখী বিধায় তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের সব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানি কোনভাবেই অংশীদার হতে পারবে না। রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানির সথে কোনরকম অংশীদারিত্ব গ্রহণ, চুক্তি, অনুমোদন, স্বেচ্ছাসেবামূলক কোন সুবিধা বা সহযোগিতা গ্রহন করবে না এবং তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যুবসহ সবার মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কোন অনুষ্ঠান তামাক কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আয়োজন, প্রণোদনা ও অংশগ্রহণ করার বিষয়টি গ্রহণ বা অনুমোদন করবে না। রাষ্ট্রসমূহ কোনভাবেই তামাক নিয়ন্ত্রণের বিকল্প কোন নীতির খসড়া প্রণয়নে তামাক কোম্পানির কাছ থেকে কোনরকম স্বেচ্ছাসেবামূলক সহযোগিতা গ্রহণ ও অনুমোদন করবে না এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোন আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি কর্তৃক কোন সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ বা অনুমোদন করবে না।

(৪) সরকারের সঙ্গে তামাক কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংঘাত বিদ্যমান বিধায় তামাক কোম্পানির কার্যক্রমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করবে না।

তামাক কোম্পানি বা তাদের কাছ থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও সংগঠনকে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করলে এটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহিত আন্তর্জাতিক আচরণবিধির বিরোধী হবে। তামাক কোম্পানি যদি সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নগদ অর্থ, পুরস্কার, সেবা ও গবেষণায় সহযোগিতার প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ করে তাহলে এটি সাংঘার্ষিক হবে।

৪.১ তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক ও ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্টদের তামাক কোম্পানির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নীতি পরিহারের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

৪.২ তামাক কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পর্কের স্বচ্ছতা নিরূপণে সব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অবশ্যপালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে রাষ্ট্র।

৪.৩ তামাক কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবসায়িক বা অন্য কোনভাবে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

৪.৪ তামাক নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সরকারি চাকুরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কেউ যেন তামাক কোম্পানি বা তামাক কোম্পানির সুবিধাভোগীদের কোন কাজে সম্পৃক্ত না হয় তার জন্য রাষ্ট্রসমূহ পরিষ্কার নীতি গ্রহণ করবে।

৪.৫ রাষ্ট্রসমূহকে নিশ্চিত করতে হবে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেউই বর্তমান বা অতীতে তামাক কোম্পানি বা তামাক কোম্পানির সুবিধাভোগীদের কোন কাজে সম্পৃক্ত ছিল না।

৪.৬ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবশ্যই তামাক কোম্পানির স্বার্থ পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেবার বিষয়ে রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৭ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামাক কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি তামাক কোম্পানির সঙ্গে কোনরকম আর্থিক সম্পর্কে জড়াবে না।

৪.৮ রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিত করবে তামাক কোম্পানিতে কর্মরত বা তামাক কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধা পায় এমন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তামাক নিয়ন্ত্রণ বা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কোন নীতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করবে না।

৪.৯ রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই Conference of the Party (COP) বা COP সম্পর্কিত সম্মেলন/সভায় তামাক কোম্পানিতে কর্মরত বা তামাক কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধা পায় এমন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করবে না।

৪.১০ রাষ্ট্রসমূহ কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্বায়ত্তশাসিত কোন প্রতিষ্ঠানের কাউকে তামাক কোম্পানির কাছ থেকে সুবিধা, উপহার, অর্থ গ্রহণসহ যে কোন ধরনের সেবা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করবে না।

৪.১১ রাষ্ট্র সংবিধান ও জাতীয় আইনের আলোকে তামাক কোম্পানির পক্ষে কর্মরত রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী দলের প্রার্থীদের প্রচারণায় তামাক কোম্পানির প্রদত্ত সুবিধা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কেউ কোন সুবিধা নিলে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

(৫) তামাক কোম্পানিকর্তৃক প্রদানকৃত তামাক উৎপাদন, বিক্রয়, রাজনৈতিক অনুদান, তদবির ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব মোকাবেলায় রাষ্ট্রসমূহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তামাক কোম্পানি স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করছে কিনা, সেজন্য তাদের সকল কার্যকলাপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করবে রাষ্ট্র। এফসিটিসির আর্টিকেল ১২ অনুযায়ী তামাক কোম্পানির কার্যকলাপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এসব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

এফসিটিসির আর্টিকেল ২০.৪ অনুযায়ী অন্যান্য সব কিছুর সঙ্গে তামাক চাষ ও তামাক কোম্পানির কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য COP-তে প্রদান করবে রাষ্ট্রসমূহ। এফসিটিসির আর্টিকেল ২০.৪(সি) অনুযায়ী, প্রত্যেক রাষ্ট্র দক্ষ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তামাক কোম্পানির কার্যক্রম, তামাক চাষ/উৎপাদন ও তামাকজাত দ্রব্য তৈরি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও বিতরণকল্পে একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি গড়ে তুলবে ও অনুসরণ করবে– এফসিটিসি বাস্তবায়ন বা জাতীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এর প্রভাব পড়বে।

৫.১ রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই এমন নীতির সূচনা ও প্রয়োগ করবে, যা তামাক কোম্পানি পরিচালনা ও তাদের সব কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

৫.২ তামাক চাষ, তামাকজাত দ্রব্য তৈরি, তামাক কোম্পানি ও তামাকের ব্যবসার মালিকানার ভাগ, বিপণন ব্যয়, মুনাফা, ফিলানথ্রপি, রাজনৈতিক দলে অনুদানসহ (কিংবা রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সহযোগিতা) যে কোন কাজ এবং এফসিটিসির আর্টিকেল ১৩ অনুযায়ী নিষিদ্ধ নয় বা এখনও নিষিদ্ধ হয়নি এমন সব কাজ সম্পর্কে তামাক কোম্পানি ও তাদের দোসরদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে রাষ্ট্র।

৫.৩ তামাক কোম্পানি ও তাদের অধীনস্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠান অথবা তাদের পক্ষে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (লবিস্ট) নিবন্ধন এবং এসব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.৪ কোন তামাক কোম্পানি ভুল অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সেসব তামাক কোম্পানিকে শাস্তি প্রদান করবে।

৫.৫ এফসিটিসির আর্টিকেল ১২ (সি) অনুসারে তামাক কোম্পানির বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য জনগণের জন্য সহজলভ্য করতে রাষ্ট্রসমূহ আইনগত, নির্বাহী/প্রশাসনিক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৬) তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত "সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি" প্রমানের অপকৌশল ও অপচেষ্টাকে প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা এবং তামাকের ভয়াবহতা সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার আড়ালে তামাক কোম্পানি প্রতারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। "সামাজিক দায়বদ্ধতা" কর্মসূচির নামে তামাক কোম্পানি যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে তার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তামাকের নেশায় ধাবিত করা। এটা তামাকের বিক্রয় বৃদ্ধি, বিপণন ও তামাক কোম্পানির গণসংযোগের কৌশল যা আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসির বিজ্ঞাপন, প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ক সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি ও তামাক কোম্পানির উদ্দেশ্য বিপরীতমুখী। তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি প্রতারণা মাত্র।

৬.১ রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে প্রতারণামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষ তথ্য পাবে এবং সচেতন হবে।

৬.২ রাষ্ট্রসমূহ কোনভাবেই তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি অনুমোদন ও সহযোগিতা করবে না, সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তামাক কোম্পানির কোন কার্যক্রমে অংশীদার হবে না বা অংশ নিবে না।

৬.৩ রাষ্ট্রসমূহ কোনভাবেই তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সম্পৃক্তদের সামাজিক দায়বদ্ধতার আড়ালে কোন কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশে অনুমোদন করবে না। এক্ষেত্রে শুধু সরকারকে প্রদানের জন্য বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে পারে।

৬.৪ রাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিত করবে সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (যেমন: সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি) কোনভাবেই তামাক কোম্পানির কাছ থেকে আর্থিক বা অন্য কোনরকম সহযোগিতা গ্রহণ করবে না।

(৭) তামাক কোম্পানির প্রতি কোনরূপ সুবিধা বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা যাবে না।

তামাক কোম্পানির চতুরতায় প্রভাবিত হয়ে সরকার অনেক সময় তামাকের উপর কর বৃদ্ধি বা শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণে শিথিলতা প্রদান করে যা অনাকাঙ্খিত। তামাক কোম্পানি ও তামাকের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই তামাক নিয়ন্ত্রণে অঙ্গীকারকে গুরুত্ব দিয়ে কর নীতিমালা চুড়ান্ত করবে।

৭.১ রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই বিদ্যমান তামাক কোম্পানি পরিচালনা বা নতুন তামাক কোম্পানি গড়ে তোলার জন্য কোনরকম সুবিধা, অগ্রাধিকার বা সহযোগিতা প্রদান করবে না।

৭.২ যেসব রাষ্ট্রে সরকারি মালিকানাধীন তামাক কোম্পানি নেই, সেসব রাষ্ট্র কোনভাবেই তামাকের ব্যবসায় সরকারি অর্থ বিনোয়োগ করবে না। যেসব রাষ্ট্রে সরকারি মালিকানাধীন তামাক কোম্পানি রয়েছে সেসব রাষ্ট্র অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, তামাক কোম্পানিতে বিনিয়োগ কোনভাবেই এফসিটিসি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

৭.৩ রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই তামাক কোম্পানিকে কোনরকম কর মওকূফ বা কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করবে না।

(৮) অন্যান্য তামাক কোম্পানিকে যেভাবে আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামাক কোম্পানিকেও একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

তামাক কোম্পানি সরকারি ও বেসরকারি পৃথকভাবে অথবা যৌথ মালিকানাধীন হতে পারে। মালিকানা যেরকমই হোক না কেন এফসিটিসি ও এর আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা সব তামাক কোম্পানির জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য।

৮.১ তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন তামাক কোম্পানিসমূহ অন্যান্য তামাক কোম্পানির মতই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮.২ রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন প্রাণঘাতী তামাক কোম্পানি পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ থেকে আলাদা।

৮.৩ রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে, সরকারি মালিকানাধীন তামাক কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কেউই COP সংক্রান্ত কোন কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করবে না।

আর্টিকেল ৫.৩ এর উদ্দেশ্য ও সুবিধা

১. এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই নির্দেশনাসমূহ রাষ্ট্রসমূহের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও এফসিটিসি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কারণ, এতে তামাক কোম্পানির প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামাক কোম্পানি যেভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিতে নাক গলায় (নেতিবাচক প্রভাব অর্থে)–যা এফসিটিসির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল। এফসিটিসির এই আর্টিকেল (৫.৩) সুনির্দিষ্টভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ও Conference of the Party (COP)-র পরিচালনা পদ্ধতিকেও সুরক্ষা প্রদান করবে।

২. এই নির্দেশনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তামাক কোম্পানি ও তাদের সাথে সম্পৃক্তকারীদের কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সুরক্ষা প্রদান করা। তামাক নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রসমূহ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিসমূহকে সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

৩. এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণে সহযোগিতা করাই এই নির্দেশনাসমূহের উদ্দেশ্য। তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিসমূহকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ সফল অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তকে এই নির্দেশনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ এই নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও প্রয়োগে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসহ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫. এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনাসমূহ জাতীয়, বিভাগীয়, পৌর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাষিত সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সব সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি (আইন, নীতি, কর্মসূচি ইত্যাদি) বাস্তবায়ন করছে সরকারের যে সব প্রতিষ্ঠান (নির্বাহী, আইনগত ও বিচারিকসহ), তাদের সবাই তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে চতুর তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে জবাবদিহিতা প্রদান করে।

৬. এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানিসমূহের অপকৌশলকে প্রতিহত করতে হবে। এই আর্টিকেলের নির্দেশনাসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে কার্যকরী। পাশাপাশি তামাক কোম্পানির কাছ থেকে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুবিধা নেয় তাদের কাছ থেকেও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সুরক্ষা করার জন্য এই নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন জরুরি।

৭. এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ এর উদ্দেশ্য অর্জনে রাষ্ট্রসমূহ এই আর্টিকেলের নির্দেশনাসমূহ প্রয়োগ করবে। তবে সুনির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে এই নির্দেশনার চাইতেও শক্তভাবে তামাক কোম্পানির প্রভাবকে প্রতিহত করা হবে।

আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ

রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই এফসিটিসি ও এর আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করবে। আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে বিদ্যমান আইন ও নীতি অনুসরণ এর পাশাপাশি তথ্য হালনাগাদ করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আর্টিকেলের নির্দেশনা পর্যালোচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ ও এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।

১. তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির দক্ষ বাস্তবায়নে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ ও এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন মনিটরিং করা খুবই প্রয়োজনীয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টোব্যাকো ফ্রি ইনিশিয়েটিভ (TFI) কর্তৃক তামাক কোম্পানি মনিটরিংয়ের তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ করতে তামাক কোম্পানিগুলোকেও মনিটর করতে হবে।

২. বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সমাজের সংগঠন, যারা কোনভাবেই তামাক কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত নয় তারাও তামাক কোম্পানি ও তাদের কার্যক্রম মনিটর করতে পারবে।

৩. সরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চতুর তামাক কোম্পানির কবল থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিকে তামাক কোম্পানিগুলোর আগ্রাসন থেকে মুক্ত রাখা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা খুবই প্রয়োজনীয়। তামাক কোম্পানির প্রভাব মোকাবেলায় দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এফসিটিসি আর্টিকেল ২০.৪ অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ তামাক কোম্পানির নানারকম কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হবে।

৫. তামাক কোম্পানি মনিটর এবং তামাক কোম্পানির নানারকম কৌশল ও কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সমন্বয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ ও বিতরণ করতে রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যমতের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তামাক কোম্পারি কৌশল প্রতিহত করতে আইনগত ও কৌশলগত দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ উপকৃত হবে। এফসিটিসি আর্টিকেল ২০.৪ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের নিজস্ব আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ গোপনীয়তা বজায় রেখে তামাক কোম্পানির কার্যক্রম ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করবে।

৬. যেহেতু তামাক কোম্পানির কৌশল ও চতুরতা সর্বদাই পরিচালিত হয়, সেহেতু এই আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনাসমূহ প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে। যাতে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সব নীতিকে সুরক্ষা প্রদান করা যায়।

৭. রাষ্ট্রসমূহ এফসিটিসির বাস্তবায়ন বিষয়ে বর্তমানে COP তে যে প্রতিবেদন প্রদান করছে, সেখানে এফসিটিসি বাস্তবায়ন বা জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তামাক কোম্পানির এরূপ সকল কার্যক্রম, তামাকের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয় আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এই প্রতিবেদনে আদান-প্রদানের বিষয়টি তদারক করতে এফসিটিসি সচিবালয় রাষ্ট্রসমূহের আগামী প্রতিবেদনে আর্টিকেল ৫.৩ এর মৌলিক উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা অনুসরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এজন্য প্রয়োজনে প্রতিবেদনের আঙ্গিক COP সংশোধন করবে।

৮. তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সব নীতিকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে COP আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে আর্টিকেল ৫.৩ এর প্রটোকোল নির্ধারণ করতে পারবে।

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে করণীয়

এই আর্টিকেলের অধীন বিভিন্ন নির্দেশনাও ইতমধ্যে চুড়ান্ত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যা সব দেশের জন্য অবশ্যই পালনীয়। তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের সরকারসহ বিভিন্ন বিভাগগুলো এই আর্টিকেল (৫.৩) বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক কোম্পানি ও তাদের কূটকৌশলকে প্রতিহত করবে।

আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব

বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে বিভ্রান্তকর তথ্য দিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করছে তামাক কোম্পানিগুলো যা বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতারণামূলক কার্যক্রম প্রতিহত করতে আর্টিকেল ৫.৩ প্রণয়ন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারের উচিত বর্ণিত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকারকে তামাক কোম্পানি সম্পর্কিত তথ্যগুলি নিয়ে নীতি-নির্ধারক ও অংশীদারদের সাথে আলোচনার পাশাপাশি কোম্পানির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের সব বিভাগগুলোকে নিয়ে একটি সমন্বিত পন্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। এই যোগাযোগ অবশ্যই প্রয়োজনীয়, সীমাবদ্ধ ও স্বচ্ছ হতে হবে।

আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা তামাক কোম্পানির কার্যক্রম মনিটরিংয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং একটি Joint Memorandum Circular (JMC) প্রণয়ন এবং প্রচলনে কমিটি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। JMC মাধ্যমে আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনার আলোকে সকল সরকারি কর্মকর্তার জন্য তামাক কোম্পানি সম্পর্কিত আচরনবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১. সকল সরকারি কর্মকর্তা

- আইন অনুযায়ী যথাযথ প্রয়োজন ছাড়া তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করবেনা।
- সব প্রয়োজনীয় যোগাযোগ উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ রাখতে হবে।
- তামাক কোম্পানির কাছ থেকে কোন ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুদান গ্রহন করা যাবে না।
- তামাক কোম্পানির প্রতি আগ্রহ বা স্বার্থ থাকলে তা প্রকাশ করতে হবে।

২. JMC লঙ্ঘন প্রশাসনিক বিচারকার্যের বিষয় হবে।

৩. সংস্থার প্রধানগণ নিজ নিজ সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে JMC বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করবেন।

আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে:

শিল্প মন্ত্রণালয়:

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর সাথে নিজ দেশের ঐক্যমত্যের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন, তামাক কোম্পানির সাথে সভা ও অন্যান্য যোগাযোগের জন্য নির্দেশিকা তৈরি এবং এই যোগাযোগ উন্মুক্ত করার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে তামাক কোম্পানির সংশ্লিষ্টতা, কোম্পানির সাথে কর্মকর্তাদের লেনদেন বিষয়ক আচরনবিধি ও সাংঘর্ষিক স্বার্থ এড়ানোর কৌশল বিষয়ে আনুষ্ঠানিক নীতিমালা তৈরি ও এর প্রয়োগের অনুমোদন নেওয়ার পাশাপাশি তামাক কোম্পানির কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও তার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম তৈরি করতে হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়:

তামাক কোম্পানি বা তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিনিধিদের সাথে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোন ধরনের চুক্তি করতে পারবে না। তামাক কোম্পানির সকল অনুদান এবং অংশীদারিত্বের ধারনা সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে পারবে। এই নীতিমালার আওতায় স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয় কর্তৃক তামাক কোম্পানির অংশ হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি বা সত্ত্বার সরকারি নথি রাখতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং এনজিওগুলো একত্রে আর্টিকেল ৫.৩ এ বর্ণিত তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তারা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির উদ্যোগ নিতে পারে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লঙ্ঘন বিশেষভাবে উল্লেখ করে এবং তামাক কোম্পানির কায়েমী স্বার্থ থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাক কোম্পানির কাছ থেকে অনুদান গ্রহনকারীদের স্বাস্থ্য সচিব সতর্কতামূলক চিঠি প্রেরণ করতে পারে। কোন নীতি নির্ধারনী এবং বাস্তবায়নে আয়োজিত সভায় তামাক কোম্পানির সদস্য ও এর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

তামাক কোম্পানির সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য তামাক কোম্পানি বা তার সাথে জড়িত কোন এনজিওর কাছ থেকে কোন ধরনের অনুদান গ্রহণ করতে পারবে না। যদি করে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি তদন্ত করবে এবং দায়ী কর্মকর্তাদের সতর্কীকরণ নোটিশ প্রদানের পাশাপাশি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আচরনবিধিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন তামাক কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন উপহার, পারিতোষিক, উপকার, আর্থিক মূল্যে বিবেচিত এমন কিছু গ্রহণ করবেনা যা তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অথবা অভিযান অথবা লেনদেনকে প্রভাবিত করে। এই বিধানের আওতায় তহবিল বা আর্থিক মূল্যে বিবেচিত হয় এমন কিছু অনুদান যার মধ্যে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, স্কুল মঞ্চ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম, স্কুলের উপকরণ সরবরাহ, মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা, মেডিকেল ও ডেন্টাল চেকআপ এর উদ্যোগ নেয়া ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত।

স্থানীয় সরকারের ভূমিকাঃ

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার (মেয়র ও পৌরসভার সদস্য) তামাক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পৌরসভা তাদের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে স্থানীয় অধ্যাদেশ/বিধান নির্ধারন করতে পারে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেমন: স্বাস্থ্য বিভাগ, এনজিও এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করতে পারে। স্থানীয় সরকার একটি ইউনিট বা কমিটি গঠন করতে পারে যার দায়িত্ব থাকবে বহিরাগত অংশীদারদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা। স্বাস্থ্য, আইন, চিকিৎসা, স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং সুশীল সমাজ এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি

বিদ্যমান আইনে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে সম্ভাব্য কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জরিপ করে একটি বিশদ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে সহায়তা করবে।

এছাড়াও সরকার, সরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকার পরিচালনায় নীতিনির্ধারক আবশ্যিকভাবে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ ও এর নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবে।

- তামাক কোম্পানির কোন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করবেন না।
- তামাক কোম্পানি বা তার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক কোন কর্মসূচি আয়োজন করবে না।
- তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির সময়ে সরকার ও জনগণের সুবিধাকে বিবেচনা করবে। তামাক কোম্পানি যেন কোনভাবেই সুবিধা না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- তামাক কোম্পানিগুলোকে কোনরকম কর রেয়াত/মওকূফ এর সুবিধা যেন প্রদান করা না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।
- তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে প্রচারণামূলক সব কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তামাক কোম্পানি আইন লঙ্ঘণ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির নামে প্রচারণা চালালে তাদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।
- তামাক কোম্পানির সঙ্গে যে কোন অংশীদারিত্ব, কোন বাধ্যকতা বা বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন কোন চুক্তি সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কোন কর্মকর্তা করতে পারবে না।
- তামাক কোম্পানির কাছ থেকে সরকার, সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কোন কর্মকর্তা যে কোন অনুদান, দান, সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করতে পারবে না।
- তামাক কোম্পানিতে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কোন বিনিয়োগ করবে না।
- সরকার তামাক কোম্পানির করা খসড়া কোন আইন বা নীতি বা স্বেচ্ছায়কৃত Code of Conduct আইনের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করবে না।
- তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিকে বা তাদের কাছ থেকে সুবিধাভোগীদের সরকার কোন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করবে না।
- তামাক কোম্পানি বা তার সাথে সম্পৃক্তকারীদের সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করবে না।

- সরকার Conference of the Party (COP)সহ এফসিটিসি বিষয়ক সভায় তামাক কোম্পানি ও তার সাথে সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করবে না।
- তামাক কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি তাদের সকল কার্যক্রমের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এসব তথ্য নিয়মিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করার প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনে সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তামাক কোম্পানির আলোচনাসমূহ পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সবমহলকে অবহিত করতে হবে। এসব সভায় গণমাধ্যমসহ সবার প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত রাখার পাশাপাশি আলোচনার পর কার্যবিবরণীও প্রকাশ করতে হবে।
- তামাক কোম্পানির কূটকৌশল সম্পর্কে গণশুনানি আয়োজন করতে হবে। তামাক কোম্পানির কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশ (উৎপাদন, তৈরি, আয়, মার্কেটিং ব্যয়, দাতব্য খরচ) করতে হবে।
- তামাক কোম্পানির সহযোগি প্রতিষ্ঠান ও তার পক্ষে লবিং করা সংগঠনের পরিচিতি প্রকাশ করতে হবে।
- তামাক কোম্পানির কোন অনুষ্ঠান/কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেন অংশগ্রহণ না করে সে বিষয় সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণবিধিতে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।
- কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি তামাক কোম্পানির কোন কার্যক্রমে অংশ নেয় তবে সরকারের ভাবমূর্তি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে হবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করলে তামাক কোম্পানি ও তাদের দোসরদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করতে হবে।

আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারকে সহযোগিতা করা বেসরকারি সংগঠন ও সকল নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। এফসিটিসি ও এর আর্টিকেল ৫.৩ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহত করাসহ সবরকম কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বেসরকারি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও বেসরকারি সংগঠনগুলো নিম্নোক্ত ভূমিকা রাখতে পারে:

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের চিত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এসব তথ্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান/সরকারি কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের তথ্য প্রকাশে গণমাধ্যমকে উদ্বুদ্ধ করা।
- তামাক কোম্পানির আইন লঙ্ঘণ ও অন্যান্য প্রতারণামূলক কার্যক্রমের তথ্যচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রকাশ করা।
- সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে তামাক কোম্পানির প্রচারণা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান/সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদান করা। এক্ষেত্রে তামাক কোম্পানি আইন লঙ্ঘণ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির নামে প্রচারণা চালালে তাদের শাস্তির দাবি জানিয়ে কর্মসূচি আয়োজন করা।
- কোন বেসরকারি সংগঠন যেন তামাক কোম্পানির পক্ষে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে সরকারের কি নিয়ম নীতি রয়েছে তা খুজে বের করা এবং তারা আর্টিকেল ৫.৩ এর সাধে সম্মতি সম্পর্কিত কোন মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে কিনা।
- আর্টিকেল ৫.৩ এবং এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারের সর্বত্র কি করতে ইচ্ছুক তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে জিজ্ঞেস করা।
- তামাক কোম্পানির আচরন সম্পর্কে জনগণকে জ্ঞাত করা এবং তামাকের উপর কর বৃদ্ধি ও আইন প্রণয়নসহ কঠোর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সুপারিশ করার জন্য সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর একটি জোট স্থাপন করা।
- পর্যবেক্ষন কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে উৎসাহিত করা।
- এফসিটিসি ও আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে সরকারের কর্মদক্ষতার ব্যাপারে এনজিওগুলো একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।
- এনজিওদের ও তাদের সদস্যদের জন্য আচরনবিধির খসড়া তৈরি ও বাস্তবায়ন করা উচিত।

আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে গণমাধ্যম কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

গণমাধ্যম (সংবাদপত্র, রেডিও চ্যানেল, টিভি চ্যানেল, অনলাইন সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদি) সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাংবাদিকরা দীর্ঘদিন থেকেই বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে আসছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে জনমত গঠন ও নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করতে বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

তামাক কোম্পানির প্রভাব ও কূটকৌশল থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ সরকারের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমকে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত বৈশ্বিক দলিল এফসিটিসির গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নেও গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকার, সরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকার পরিচালনায় নীতিনির্ধারক আবশ্যিকভাবে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ ও এর নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবে। যদি কেউ এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা লঙ্ঘণ করে তবে তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে।

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করলে তামাক কোম্পানি ও তাদের দোসরদের পরিচালিত কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রকাশ/প্রচার করা।
- তামাক কোম্পানির কোন কার্যক্রমে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করে তার তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ/প্রচার করা।
- তামাক কোম্পানি বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি অংশীদারিত্বমূলক কোন কর্মসূচি আয়োজন করে তার তথ্য গণমাধ্যম দ্বারা জনসমক্ষে প্রকাশ করা।
- তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে প্রচারণামূলক সব কার্যক্রম বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ। যদি কোন তামাক কোম্পানি আইন লঙ্ঘণ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির নামে প্রচারণা চালায় তার তথ্য গণমাধ্যমে তুলে ধরা।
- তামাক কোম্পানির সঙ্গে যে কোন অংশীদারিত্ব, কোন বাধ্যকতা বা বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন কোন চুক্তি সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কোন কর্মকর্তা করে থাকে তার তথ্য গণমাধ্যমে তুলে ধরা।
- তামাক কোম্পানির কাছ থেকে সরকার, সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কোন কর্মকর্তা যে কোন অনুদান, দান, সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে তার তথ্য গণমাধ্যমে তুলে ধরা।
- তামাক কোম্পানিতে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কোন বিনিয়োগ করে থাকে তার তথ্য তুলে ধরা।

- তামাক কোম্পানির প্রতিনিধিকে বা তাদের কাছ থেকে সুবিধাভোগীদের সরকার কোন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করবে না। যদি করে থাকে তার চিত্র গণমাধ্যমে তুলে ধরা।
- তামাক কোম্পানি বা তাদের দোসরদের সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করবে না। যদি করে তা গণমাধ্যমে তুলে ধরা।
- সরকার Conference of the Party (COP)সহ এফসিটিসি বিষয়ক সভায় তামাক কোম্পানি ও তাদের দোসরদের সম্পৃক্ত করবে না। যদি করে থাকে তার চিত্র গণমাধ্যমে তুলে ধরা।
- কোন বেসরকারি সংগঠন বা ব্যক্তি যদি তামাক কোম্পানির পক্ষে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে তাদের স্বরূপ/তথ্য গণমাধ্যমে উন্মোচন করা।
- সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই কোন তামাক কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে তার তথ্য গণমাধ্যমে তুলে ধরা। তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনে সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তামাক কোম্পানির আলোচনা আয়োজন করা হলে পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছে কিনা যাচাই করা এবং এসব সভায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে কি কি আলোচনা হয় তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা।
- কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন তামাক কোম্পানির কোন অনুষ্ঠান/কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্য বিষয়টি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণবিধিতে অর্ন্তভূক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা গণমাধ্যমে তুলে ধরা।
- কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি তামাক কোম্পানির কোন কার্যক্রমে অংশ নেয় তবে সরকারের ভাবমূর্তি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা গণমাধ্যমে তুলে ধরা।

এফসিটিসি কি?

তামাক এক সর্বগ্রাসী পণ্য। উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবন–সব প্রক্রিয়াতেই জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তামাক। ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রোক, হার্ট এটাক, ডায়বেটিস, যক্ষা, হাঁপানি/এজমাসহ ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরে ৬০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর মধ্যে ৬ লক্ষ মানুষ রয়েছে; যারা মূলত পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মারা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় নিকোটিন; টার; কার্বন মনোক্সাইড; মিথানল; আর্সেনিক; ডিডিটিসহ ৪০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান রয়েছে; যার মধ্যে ৪৩টি সরাসরি মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। তাই তামাক ও ধূমপানকে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী মোট মৃত্যুর ১০ভাগ এর জন্য দায়ী তামাক। তামাক সেবনজনিত মৃত্যুর এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতিবছর তামাকজনিত মৃত্যুসংখ্যা ৮০লক্ষাধিক ছাড়িয়ে যাবে; যার ৮০ভাগ মৃত্যুই হবে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে।

তামাক ব্যবহারকে বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ মহামারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীতে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন এবং প্রতিবছর ৬০ লক্ষ মানুষ তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তামাকজনিত ভয়াবহতা দূরীকরণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে বিশ্ববাসী এক হয়ে কাজ শুরু করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গঠনতন্ত্রের ১৯নং ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে এ চুক্তি প্রণয়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করা হয়। ১৯৯৬ সালের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৪৯তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে গৃহিত প্রস্তাবের আলোকে এফসিটিসি প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে আন্তঃসরকার সমঝোতা সভা'র {(Intergovernmental Negotiation Body-INB} মাধ্যমে এফসিটিসি প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বিশ্বব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) {Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)}। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এফসিটিসিই পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চুড়ান্ত হয়। ২০০৪ সালের ২৯ নভেম্বর ৪০টি দেশ অনুস্বাক্ষর (র‍্যাটিফাই) করার ৯০দিন পর, ২০০৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এফসিটিসি আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসাবে কার্যকর হয়।

২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৮০টি দেশ এফসিটিসি অনুস্বাক্ষর করে পার্টি হয়েছে যা পৃথিবীর ৯০% এর বেশি জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে।

এফসিটিসি'র মত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করার পর সে দেশে জাতীয় আইন করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের দাবি জোরালো হয়ে উঠে। তদুপরি, ২০০০ সালে মহামান্য হাইকোর্ট তামাক নিয়ন্ত্রণকল্পে আইন প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করে।

যে কারণে সরকার ২০০৫ সালে এফসিটিসির কয়েকটি ধারার আলোকে মহান জাতীয় সংসদে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' পাস করে। এ আইন অনুযায়ী দেশে সব তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৩০ভাগ জায়গা জুড়ে বাংলা লিখিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন করা হয়।

১৯৯৫ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে (১২মে) বৈশ্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মপন্থা নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালককে অনুরোধ জানানো হয় (Resolution WHA 48.11)। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৪৯তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে গৃহিত প্রস্তাবের আলোকে এফসিটিসি প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে আন্তঃসরকার সমঝোতা সভা'র {(Intergovernmental Negotiation Body-INB} মাধ্যমে এফসিটিসি প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

- ১৯৯৮ সালের জুন মাসে Tobacco Free Initiative (TFI) নামে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কনভেনশন সেক্রেটারিয়েট গঠিত হয়।
- ১৯৯৯ সালের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন Working Group গঠন করে। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এবং সম্ভাব্য প্রোটোকলসমূহের প্রাথমিক কাজ বা সম্ভাব্য খসড়া প্রণয়নে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি উন্মুক্ত আহবান জানানো হয়।
- Working Group এর প্রথম সভা ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয় সভা ২০০০ সালের মার্চ মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়।
- Working Group তাদের কার্যক্রম ২০০০ সালের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে উপস্থাপন করে।
- ২০০০ সালের ৩১ আগষ্ট Public hearing (গণশুনানি) এর জন্য মতামত পাঠানোর সময়সীমা নির্ধারিত হয়।
- ২০০০ সালের ১২-১৩ অক্টোবর জেনেভায় Public hearing (গণশুনানি) অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০০ সালের ১৬-২১ অক্টোবর জেনেভায় প্রথম আন্ত সরকার সমঝোতা সভা (INB) অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত দ্বিতীয় আন্ত সরকার সমঝোতা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- ২০০১ সালের ২২-২৮ নভেম্বর তৃতীয় আন্তঃসরকার সমঝোতা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০২ সালের ১৮-২৩ মার্চ চতুর্থ আন্তঃসরকার সমঝোতা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০২ সালের ১৫-২৫ অক্টোবর পঞ্চম আন্তঃসরকার সমঝোতা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০৩ সালের ১৭-২৮ ফেব্রুয়ারিতে ষষ্ঠ আন্তঃসরকার সমঝোতা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে FCTC অনুমোদিত হয় এবং Protocol সমূহ প্রস্তাব আকারে গ্রহণ করা হয়।
- ২০০৩ সালের ১৬ জুন থেকে ২০০৪ সালের ২৯শে জুন পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে রাষ্ট্রসমূহের স্বাক্ষরের জন্য চুক্তিটি উন্মুক্ত রাখা হয়।
- আন্তঃ সরকার ওয়ার্কিং গ্রুপ এর প্রথম উন্মুক্ত সভা ২০০৪ সালের ২১-২৪ জুন, দ্বিতীয় সভা ৩১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের ৪০টি দেশের র‍্যাটিফাইয়ের প্রেক্ষিতে এফসিটিসি একটি আর্ন্তজাতিক চুক্তি হিসেবে কার্যকর হয়।
- আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসির বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধি (মন্ত্রী/সচিব) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় Conference of the Party (COP) । ২০০৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জেনেভায় প্রথম Conference of the Party (COP) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০৭ সালের ৩০ জুন থেকে ৬ জুলাই ব্যাংককে দ্বিতীয় Conference of the Party (COP) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০০৮ সালের ১৭ থেকে ২২ নভেম্বর দক্ষিণ আফরিকায় তৃতীয় Confeence of the Party (COP) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১০ সালের ১৫-২০ নভেম্বর উরুগুয়ে চতুর্থ Conference of the Party (COP) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১২ সালের ১২ থেকে ১৬ নভেম্বর কোরিয়ায় পঞ্চম Conference of the Party (COP) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৪ সালের ১৩ থেকে ১৮ অক্টোবর মস্কোতে ষষ্ট Conference of the Party (COP) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- পরবর্তীতে ইন্ডিয়ায় Conference of the Party (COP) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
- ২০০৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ব্রাজিলে Agricultural diversifica tion and alternative crops বিষয়ক public hearing অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যমান আইনে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে সম্ভাব্য কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জরিপ করে একটি বিশদ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে সহায়তা করবে।

এছাড়াও সরকার, সরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকার পরিচালনায় নীতিনির্ধারক আবশ্যিকভাবে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ ও এর নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবে।

এফসিটিসি'র আর্টিকেলসমূহঃ

এফসিটিতে ৩৮টি আর্টিকেল রয়েছে। এসব আর্টিকেল **১১**টি ভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছেঃ

প্রথম ভাগঃ আর্টিকেল **১** ও ২-এ মূলত এফসিটিসির ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।
দ্বিতীয় ভাগঃ আর্টিকেল ৩ থেকে ৫ পর্যন্ত মূলত এফসিটিসির উদ্দেশ্য, অনুসরণীয় নীতি ও অন্যান্য সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগঃ আর্টিকেল ৬-**১৪**-এ তামাকজাত দ্রব্য সেবনকে নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেছে।

চতুর্থ ভাগঃ আর্টিকেল **১৫-১৭** এ মূলত সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ (তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ, তামাকজাত দ্রব্যের চোরাচালান প্রতিরোধ ও অপ্রাপ্তবয়সীদের কাছে বিক্রয় বা তাদের মাধ্যমে বিক্রয় ইত্যাদি) বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

পঞ্চম ভাগঃ আর্টিকেল **১৮**-এ মূলত পরিবেশ সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ ভাগঃ আর্টিকেল **১৯**-এ বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সপ্তম ভাগঃ আর্টিকেল ২০ থেকে ২২-এ আন্তঃদেশীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা এবং তথ্যের আদানপ্রদানকে তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম ভাগঃ আর্টিকেল ২৩ ও ২৬ এ এফসিটিসির প্রাতিষ্ঠানীকরণ, সচিবালয় প্রতিষ্ঠা ও Conference of the Party (COP) আয়োজন এবং সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে COP র সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

নবম ভাগঃ আর্টিকেল ২৭-এ বিরোধের নিস্পত্তি কিভাবে হবে, তার বর্ণনা করা হয়েছে।

দশম ভাগঃ আর্টিকেল ২৮-২৯ এ এফসিটিসির সংশোধনী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

একাদশতম ভাগঃ আর্টিকেল ৩০ থেকে ৩৮-এ এফসিটিসি সংরক্ষণ, সমর্থন প্রত্যাহার, ভোটাধিকার, চুক্তির খসড়া, স্বাক্ষর, অনুস্বাক্ষর-গ্রহণ-অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও চূড়ান্ত টেক্সট ইত্যাদি অর্থাৎ চূড়ান্ত বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এফসিটিসির আর্টিকেলসমূহের বিবরণঃ

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এফসিটিসির আর্টিকেলগুলো অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক ধারণার সুবিধার্থে সংক্ষেপে এফসিটিসির আর্টিকেলসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

আর্টিকেল ১-এ তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা বা চোরাচালন, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রণোদনা, তামাক নিয়ন্ত্রণ, তামাক কোম্পানি, তামাকজাত দ্রব্য, তামাক কোম্পানি কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা ইত্যাদি বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

ক. অবৈধ বাণিজ্যঃ আইন বহির্ভূতভাবে কোন পণ্য উৎপাদন, পরিবহন, গ্রহণ, বিতরণ, ক্রয় ও বিক্রয় ইত্যাদিকে বোঝায়। অর্থাৎ আইন অমান্য করে বা আইনের বিধিনিষেধ না মেনে অবৈধ পথে কোন পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করাকেই অবৈধ বাণিজ্য বলে।

খ. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতাঃ এই অঞ্চলের একাধিক স্বাধীন দেশের সম্মিলিত সংস্থা যেখানে উক্ত বিষয়গুলোর আলোকে এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষসহ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বিষয়গুলির ক্রমবিন্যাসের যোগ্যতা বা সামর্থ বিনিময় করতে পারবে।

গ. তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচার/প্রণোদনাঃ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের নেশায় ধাবিত করতে যে কোনরকম যোগাযোগ ও প্রচার/প্রচারণা, প্রণোদনাকে বোঝাবে।

ঘ. তামাক নিয়ন্ত্রণঃ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে পরোক্ষ ধূমপান থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষাসহ তামাকের ব্যবহার কমানো বা বন্ধ করতে তামাকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা এবং তামাকজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনতে কৌশল নির্ধারণ করা।

ঙ. তামাক শিল্পঃ তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী, তামাকের পাইকারী বিক্রেতা ও আমদানীকারককে বুঝানো হয়।

চ. তামাকজাত দ্রব্যঃ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে তামাকের পাতা দিয়ে তৈরি, যা ধূমপান, চুষে খাওয়া, চিবিয়ে খাওয়া বা মুখ ও নাকে ব্যবহার করা হয়।

ছ. তামাকজাত দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতাঃ তামাকজাত দ্রব্যের নেশায় ধাবিত করতে প্রত্যক্ষ প্রচারণার লক্ষ্যে যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি পৃষ্ঠপোষকতা বা ব্যক্তিকে সহযোগিতা প্রদান।

আর্টিকেল ২-এ এফসিটিসির সঙ্গে বৈশ্বিক ও বিভিন্ন দেশের অন্যান্য চুক্তি/আইন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অন্য কোন চুক্তি/আইনের সঙ্গে ভিন্নতা দেখা দিলে এফসিটিসি প্রাধান্য পাবে।

আর্টিকেল ৩-এ এফসিটিসির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। এফসিটিসির উদ্দেশ্য হচ্ছে তামাকের ব্যবহার কমানো ও পরোক্ষ ধূমপানের হাত থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষায় রাষ্ট্রসমূহ আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম তামাক সেবন ও পরোক্ষ ধূমপানের বহুমাত্রিক ক্ষতির (স্বাস্থ্য, সামাজিক, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক) প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে।

আর্টিকেল ৪-এ এফসিটিসির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন নীতিগত দিক-নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কার্যকর আইনের মাধ্যমে অধূমপায়ীদের সুরক্ষা ও সব মানুষকে তামাক সেবনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা, শক্তিশালী রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা, তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন রকম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বহুমাত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এফসিটিসি ও এর প্রোটোকলসমূহের উদ্দেশ্য অর্জন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করবে:

৪.১ এ বলা হয়েছে, তামাকের নেশা, তামাক ব্যবহারের নৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবসহ সব মানুষকে তামাকের স্বাস্থ্যক্ষতি সম্পর্কে জানাতে হবে। তামাকের নেশা থেকে জনগণকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রসমূহ আইনগত, নির্বাহী, প্রশাসনিক ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪.২ এ বলা হয়েছে, এফসিটিসি বাস্তবায়ন করতে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে:

ক. পরোক্ষ ধূমপান থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

খ. যারা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার শুরু করতে যাচ্ছে তাদের নিরুৎসাহিত করা, তামাক বর্জনে সহযোগিতা এবং সবরকম তামাকের ব্যবহার কমাতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

গ. তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে নৃত্য গোষ্ঠীদের (আদিবাসী) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করতে হবে।

ঘ. তামাক নিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্ধারণে সময় লিঙ্গ অনুযায়ী ক্ষতির বিষয়টি পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

আর্টিকেল ৫- এ গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বাধ্যবাধকতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

সাধারন বাধ্যবাধকতাঃ

৫.১ প্রত্যেক দেশের সরকার এফসিটিসি ও প্রোটোকলসমূহের আলোকে জাতীয় সমন্বিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কৌশল, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে আধুনিকায়ন ও পর্যালোচনা করবে।

৫.২ প্রত্যেক দেশের সরকার তার সামর্থ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- তামাক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সমন্বয়করণ পদ্ধতি বা সুর্নিদিষ্ট ব্যক্তিকে নির্ধারন করবে এবং কার্যক্রম জোরদার করতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
- তামাকের ব্যবহার হ্রাস, তামাকে আসক্তি ও পরোক্ষ ধূমপান থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষার জন্য আইনগত, প্রায়োগিক এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

৫.৩ জাতীয় আইন অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বা তামাক কোম্পানির স্বার্থের চেয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রাধান্য পাবে।

৫.৪ সরকার কনভেনশন ও এর প্রোটোকলসমূহ বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ, পদ্ধতি এবং দিক-নির্দেশিকাসমূহ একীভূতকরণে সহযোগিতা করবে।

৫.৫ সরকার এই কনভেনশন এবং প্রোটোকলের উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্য অর্জনে আর্ন্তজাতিক, আঞ্চলিক এবং আন্তঃসরকারি সংগঠনসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫.৬ এ কনভেনশন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক তহবিল গঠনে সরকার দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক অর্থ যোগানের পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

এপর্যায়ে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কানাডা, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক ব্যবহারের হার কমিয়ে এনেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আর্ন্তজাতিক চুক্তির তৃতীয় অংশে তামাকজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নিয়ে করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্টিকেল-৬ এ তামাকের ব্যবহার কমাতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও কর বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে, বিশেষত তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে এই আর্টিকেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬.১ এ বলা হয়েছে, তরুণ প্রজন্মসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের মধ্যে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও করকে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিবে রাষ্ট্রসমূহ।

৬.২ এ বলা হয়েছে, মূলত রাষ্ট্রসমূহ তাদের কর নীতিমালা প্রণয়ন করবে, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দিয়ে নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত রাখা যুক্তিযুক্ত:

- জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিকল্পে তামাক কর নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে।
- কর ও শুল্কমুক্ত সিগারেট বিক্রয় বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬.৩ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ তামাকজাত দ্রব্যের উপর আরোপিত কর হার ও তামাক সেবনের হার আর্টিকেল ২১ অনুযায়ী কনফারেন্স অব পার্টিতে (COP) তুলে ধরবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকর্তৃক কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। তামাকের উপর করবৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধিকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম হচ্ছে কোন পণ্যের দাম বাড়লে তার ব্যবহার কমে। বিশেষ করে, তামাকের মত বহুমাত্রিক ক্ষতিকর পণ্যের ক্ষেত্রে অর্থনীতির এ নিয়ম প্রমাণিত সত্য হিসাবে ধরা হয়। নরওয়ে; কানাডা; নিকটবর্তী থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক দেশে করবৃদ্ধিজনিত তামাকের ব্যবহার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, তামাকের উপর উচ্চহারে কর আরোপ এবং তামাকের মূল্য বৃদ্ধি করলে ব্যবহার কমে আসবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের উপর উচ্চহারে কর আরোপ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাকের ব্যবহার কমাতে কার্যকর; বিশেষত কিশোর-তরুণদের ধূমপানসহ তামাকের নেশায় নিরুৎসাহিত করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় বলা হয়েছে, তামাকের উপর কর আরোপের ফলে ১০ভাগ যদি মূল্য বৃদ্ধি পায়; তবে তামাকের ব্যবহার ৪ভাগ কমে উন্নত দেশে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮ভাগ কমে আসে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে; তামাকের উপর কর বৃদ্ধিকে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রায় বিনা খরচে কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিবেদন ২০১০-এ বলা হয়েছে; তামাকের উপর ৫০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হলে ২২টি উন্নয়নশীল দেশে ১৪০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০,৮৫০ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ) অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যাবে। এ অর্থ যদি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয় করা হয়; তবে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারি ব্যয় ৫০% বাড়ানো সম্ভব হবে। ২০০৮ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা MPOWER প্যাকেজ প্রণয়ন করে।

M= Monitoring

P= protecting

O= Offering

W= Warning

E= Enforcing

R= Raising

এতে সর্বশেষ 'আর' (R) মূলত কর বৃদ্ধির বিষয়কে গুরুত্ব (Raise taxes) দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের করহার ও সর্বনিম্ন মূল্য অনেক কম। সর্বনিম্ন মূল্য কম হওয়ায় আরোপিত করহার ও মূল্যবৃদ্ধিতে বেশি প্রভাব রাখছে না। তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে– যেন কোন তামাক কোম্পানি নির্ধারিত মূল্যের চাইতে কম দামে তাদের তামাক বিক্রি করতে না পারে। এরপর নির্ধারণ করা মূল্যের উপর প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর (মূল্য সংযোজন কর/ভ্যাট) আরোপ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিবছর তামাকজাত দ্রব্যের উপর নিয়মিতভাবে কর বাড়াতে 'জাতীয় তামাক কর নীতিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে যত কম দামে বিড়ি ও চর্বনযোগ্য তামাক পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোন দেশেই এত কম দামে তামাক পাওয়া যায় না। তাই বিড়ি, গুল, জর্দার সর্বনিম্ন মূল্য বাড়াতে হবে। বিড়ি, সিগারেটের খুচরা বিক্রি ও খোলা সাদাপাতা বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে যেসব বিড়ি কারখানা, গুল কিংবা জর্দা কারখানা রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানকে কর ও আইনের আওতায় আনতে হবে।

সিগারেটের প্যাকেটের বর্তমান মূল্যের উপর ৭০ভাগ প্রত্যক্ষ কর, ১০ভাগ পরোক্ষ কর এবং ২ভাগ স্বাস্থ্যকর ধার্য করা যেতে পারে। দাম বৃদ্ধি পেলে দরিদ্র মানুষের মধ্যে তামাকের ব্যবহার কমে আসবে। গুল-জর্দার সর্বনিম্ন মূল্যও নির্ধারণ করে তার উপর কর বাড়াতে হবে।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিড়ি-সিগারেট, জর্দা, গুলসহ সকলধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লে একদিকে সরকারের রাজস্ব বাড়বে, তামাকের ব্যবহার কমবে, জনস্বাস্থ্য খাতেও সরকারের ব্যয় কমবে। তাই সব রকম তামাকের উপর উচ্চহারে ও বর্তমানে প্রচলিত করস্তর (tax slab) ভেঙ্গে দিয়ে সমান্তরালভাবে কর বাড়ানো অত্যান্ত জরুরি।

আর্টিকেল-৭ এ মূলত তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে মূল্য ব্যতিত অন্যান্য বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: এতে বলা হয়েছে, এফসিটিসির আর্টিকেল ৮ থেকে ১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়নে কিভাবে রাষ্ট্রসমূহ আইনগত, নির্বাহী, প্রশাসনিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় বলা হয়েছে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় এমোনিয়া ৪০০০ এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদন রয়েছে। যার মধ্যে ৪৩টি সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী।

(http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2010/consumer_booklet/chemicals_smoke/)

তামাকের ধোঁয়া অধূমপায়ীদের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। গবেষণায় বলা হয়েছে, তামাক ব্যবহারে ধূমপায়ীদের যেসব রোগ হয়, পরোক্ষ ধূমপানের কারনেও একই রোগ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেলের প্রতিবেদন ২০১০ এ বলা হয়েছে, তামাকের ধোঁয়ায় ৭০০০ এর মত ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। যার মধ্যে ৭০টি সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত।

আর্টিকেল-৮ এ মূলত পরোক্ষ ধূমপান থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৮.১ এ বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে অধূমপায়ীর মৃত্যু, রোগ ও পঙ্গুত্ব দেখা দেয় বৈজ্ঞানিক এসব তথ্য ও উপাত্ত রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে নেবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২৯ এপ্রিল ২০১৩ এ সংশোধিত) পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

"পাবলিক প্লেস" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী বিতান, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

"পাবলিক পরিবহন" অর্থ মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য কোন বা যে কোন যান ।

পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য জরিমানার অনুর্ধ্ব ৩০০ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে।

পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/তত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত রাখতে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। যদি কোন পাবলিক প্লেস বা পরিবহনের মালিক/তত্বাবধায়ক/নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক তার এখতিয়ারভূক্ত পাবলিক প্লেস বা পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে ব্যর্থ হন তবে তিনিও আইন লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানার সম্মুখীন হবেন। এক্ষেত্রে প্রথমবার জরিমানা অনধিক ৫০০ টাকা।

৮.২ এ বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষায় সব গণপরিবহন, অভ্যন্তরীণ সব জনসমাগমস্থল ও কর্মস্থল এবং প্রযোজ্য অন্যান্য জনসমাগমস্থলকে ধূমপানমুক্ত রাখতে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়ভাবে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ, নির্বাহী, প্রশাসনিক ও অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল-৯ এ তামাকজাত দ্রব্যের উপাদান/ বিষয়বস্তু সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্টিকেল-১০ এ বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী ও আমদানীকারক তামাক উৎপাদন ও আমদানীকৃত তামাকের উপাদান সম্পর্কিত সকল তথ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করবে। এছাড়া রাষ্ট্রসমূহ পরবর্তী সময়ে তামাকের ক্ষতিকর উপাদান (রাসায়নিক) জনগণের কাছে প্রকাশ করতে প্রয়োজনীয় আইন পাস করবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা- ১১ (তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান) এ বলা হয়েছে: (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল না করিয়া কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

আর্টিকেল-১১ তে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক ও মোড়কে ব্যবহৃত স্বত্ব চিহ্ন (লেবেল) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১১.১ তে বলা হয়েছে, এফসিটিসি কার্যকর হওয়ার তিন বছরের মধ্যে রাষ্ট্রসমূহ এফসিটিসি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইন করবে, যাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে উল্লেখিত উপাদানের মাধ্যমে তামাকের প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনে (ধারা ৫ এর উপধারা ৩) এ বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসাবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবেন না বা করাইবে না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

আইনে ধারা ৫ এর (৪) বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘণ করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন"।

❍ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক ও মোড়কে ব্যবহৃত স্বত্ব চিহ্ন (লেবেল) কোনভাবেই তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে কাউকে উৎসাহিত করবে না। বরং মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, প্রতারণামূলক কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। তামাকের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে ভুল তথ্য বা বার্তা দিবে–এমন কোন শব্দ, রং, চিহ্ন (লাইট, আল্ট্রা-লাইট, মাইল্ড, লো-টার ইত্যাদি) ব্যবহার করবে না।

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে তামাকের ক্ষতি সম্পর্কে ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রদান করে–এমন শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের (ধারা ১০ এর উপধারা ৪) এ বলা হয়েছে:

জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন কৌটা বা মোড়কে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট (যেমন– লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাবে না।

আইনে ধারা ১০ এর (৬) এ বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘণ করলে তিনি অনুর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন"।

❍ তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট ও মোড়ক, কার্টনসহ অন্যান্য বহিরাবরণে অবশ্যই স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করতে হবে, যাতে তামাক সেবনের স্বাস্থ্যক্ষতিসমূহ উল্লেখ থাকবে। সতর্কবাণী এবং বার্তা নিম্নরূপ হবে:

১. প্যাকেটের গায়ে সর্তকবাণীসমূহ অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার/জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
২. এ সতর্কবাণী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরিবর্তন করতে হবে।
৩. এ সতর্কবাণী হতে হবে বৃহৎ, পরিষ্কার, দৃশ্যমান যাতে মানুষ সহজভাবে পড়তে ও দেখতে পারে।
৪. তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের মূল প্রদর্শনীর উভয়পাশে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবশ্যই ৫০% বা তার চাইতে বড় হবে এবং কোনভাবেই ৩০% এর চাইতে কম হবে না।
৫. জনসাধারনের সুবিধার্থে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবাণী প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে। আইনের (ধারা ১০: তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি) এ বলা হয়েছে:

১. তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অন্যূন শতকরা পঞ্চাশভাগ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙিন ছবি ও লেখা সম্বলিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মুদ্রণ করিতে হইবে।

২. তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে, যথা:

ক. ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:–
- অ. ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়
- আ. ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়
- ই. ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়
- ঈ. ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়
- উ. পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়
- ঊ. ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

খ. ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:–
- অ. তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়
- আ. তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

গ. বিধি দ্বারা নির্ধারিত
- অ. পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়

৩. বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকিলে বাংলাদেশে কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

আইনে ধারা ১০ এর (৬) বলা হয়েছে: কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘণ করলে তিনি অনুর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়

১১.২ তে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়কসহ অন্যান্য বহিরাবরণে জাতীয় কতৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় সরকার/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে সতর্কবাণী থাকবে।

১১.৩ এ বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাষ্ট্র তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ও বহিরাবরণে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ও লিখিত তথ্য ১১.১.খ ও ১১.২ অনুযায়ী করবে।

১১.৪ তে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে

ধারা ১০: ২: ক (অ)

ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসের ক্যান্সর হয়

ধারা ১০: ২: ক (আ)

ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়

ধারা ১০: ২: ক (ই)

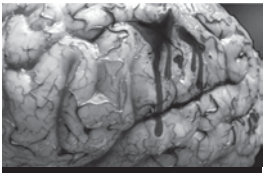

ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়

ধারা ১০: ২: ক (ঈ)

ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়

ধারা ১০: ২: ক (উ)

পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

ধারা ১০: ২: ক ঊ)

ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

বিধি

পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে

ধারা ১০: ২: খ (অ)

তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখ ও গলায় ক্যান্সার হয়

ধারা ১০: ২: খ (আ)

তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়

আর্টিকেল-১২ তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গণযোগাযোগের সব উপকরণ ব্যবহার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ আইন পাশসহ আইনগত, নির্বাহী ও প্রশাসনিক অথবা অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল-১৩ তে তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরণের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা/প্রণোদনা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৩.১ তে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের সবরকম বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা/প্রণোদনা নিষিদ্ধের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনতে রাষ্ট্রসমূহ বিবেচনা করবে।

১৩.২ তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরণের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা/প্রণোদনা নিষিদ্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের সব রকম বিজ্ঞাপন, প্রচারণা (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) ও পৃষ্ঠপোষকতার নামে তামাক কোম্পানি বা তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনে (ধারা ৫: তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান) বলা হয়েছে:–

১. কোন ব্যক্তি

(ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না;

(গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট, বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে যেকোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

আইনে ধারা ৫ এর (৪) বলা হয়েছে বলা হয়েছে: "কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘণ করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন"।

আর্টিকেল-১৪ তে তামাক আসক্তি কমিয়ে আনা ও তামাক বর্জনে উৎসাহিত করা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আর্টিকেল-১৫ তে তামাকজাত দ্রব্যের চোরাচালান প্রতিহত করা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৫.১ তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ তামাকজাত দ্রব্যের চোরাচালন, অবৈধ ও নকল উৎপাদনসহ সব ধরণের অবৈধ বাণিজ্যক কার্যক্রম বন্ধে জাতীয় আইন উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

১৫.২ তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ আইনগত, নির্বাহী ও প্রশাসনিক বা অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক ও অন্যান্য বহিরাবরণে তামাকজাত দ্রব্যের উৎস চিহ্নিতকরণ মার্ক প্রদান করবে। এজন্য নিজ নিজ দেশের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি করবে। তামাকের চোরাচালান হওয়া গতিপথ মনিটর (পর্যবেক্ষণ) ও তথ্য সংগ্রহ, তামাকজাত দ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও চলাচলে আইনগত বৈধতা নিরূপণ করবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ১০ ধারা (৩) এ বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকলে বাংলাদেশে কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা যাবে না।

(৬) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডণীয় হইবেন।

১৫.৩ তে বলা হয়েছে, এই আর্টিকেলের অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বশেষ গন্তব্যের মৌলিক ভাষায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে চিহ্নিত নমুনা ও তথ্যাবলী সংযুক্ত করতে হবে।

১৫.৪ তে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের চোরাচালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক. জাতীয় আইন, দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে কর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ তামাকের চোরাচালান বন্ধে তামাকজাত দ্রব্যের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ (মনিটর) এবং শুল্ক সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করবে।

খ. তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধে শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান আইনকে শক্তিশালী করা।

গ. জাতীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জপূর্ণভাবে অবৈধ সিগারেট উৎপাদনের সঙ্গে ব্যবহৃত সব উপকরণ, চোরাচালানকৃত ও অবৈধ সিগারেটসহ অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য পরিবেশ সম্মতভাবে বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করা।

ঘ. তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন থেকে ব্যবহার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপনণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি তৈরিসহ জাতীয় আইন অনুযায়ী কর ও শুল্ক বৃদ্ধি।

ঙ. তামাকজাত দ্রব্যের চোরাচালান প্রতিহত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫.৫ তে বলা হয়েছে, এই আর্টিকেলের ক ও ঘ-তে উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী চোরাচালন সম্পর্কিত সব তথ্য সংগ্রহ করে আর্টিকেল ২১ অনুযায়ী তা কনফারেন্স অব পার্টি (COP) তে প্রদান করবে।

১৫.৬ তে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের চোরাচালান প্রতিরোধে তামাকের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণে নিবন্ধন প্রথা চালুসহ নতুন পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

আর্টিকেল-১৬ তে তামাকজাত দ্রব্য অপ্রাপ্তবয়সীদের কাছে বা তাদের দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৬.১ তে বলা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ বা জাতীয় আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়সী বা ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বা তাদের দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে আইনগত, প্রশাসনিক, নির্বাহী বা সরকারি অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১৬.২ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ শিশুসহ জনগণের কাছে বিনামূল্যে সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের বিতরণ বন্ধ করবে।

১৬.৩ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় (বিড়ি-সিগারেটের স্টিক) বা ছোট প্যাকেট বিক্রয় শিশুসহ সবার জন্য সহজলভ্য বিধায় তা বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৬.৪ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ এফসিটিসির অন্যান্য ধারার আলোকে অপ্রাপ্তবয়সীদের কাছে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৬.৫ এ বলা হয়েছে, এফসিটিসি স্বাক্ষর, অনুস্বাক্ষর, গ্রহণ, অনুমোদন ও একমত পোষণ করার পর রাষ্ট্রসমূহ ভেন্ডিং মেশিনের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করতে লিখিত অঙ্গীকার করবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভেন্ডিং মেশিন এর মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৬ (অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ) তে বলা হয়েছে:

(১) কোন ব্যক্তি কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডণীয় হইবেন।

১৬.৬ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ এফসিটিসির এই আর্টিকেলের ধারা ১ থেকে ৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কারী ও বিপণনকারীদের শাস্তি অন্তর্ভূক্ত করে কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, নির্বাহী বা সরকারি অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১৬.৬ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ এফসিটিসির এই আর্টিকেলের ধারা ১ থেকে ৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কারী ও বিপণনকারীদের শাস্তি অন্তর্ভূক্ত করে কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, নির্বাহী বা সরকারি অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১৬.৭ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়সীদের বা ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধে আইনগত, প্রশাসনিক, নির্বাহী বা সরকারি অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ৬ ক (অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ইত্যাদি) তে বলা হয়েছে:

১. কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না।

২. কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডণীয় হইবেন।

আর্টিকেল-১৭ তে তামাকের পরিবর্তে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই বিকল্প নির্ধারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে:

রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে তামাক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক, তামাক চাষে নিয়োজিত চাষী ও তামাক বিক্রয়কারীদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বিকল্প সৃষ্টি করবে।

আর্টিকেল-১৮ তে রাষ্ট্রসমূহ এফসিটিসির অধীনে রাষ্ট্রসমূহ তামাক উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ স্ব স্ব দেশের এলাকায় তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কারখানায় তামাক পাতা থেকে উৎপাদিত সামগ্রী (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ইত্যাদি) তৈরির কারণে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পরে ফলে জনগণের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিধায় তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে পরিবেশকে সুরক্ষা ও পরিবেশ দূষণজনিত কারণে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল-১৯ এ তামাক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রসমূহের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯.১ এ বলা হয়েছে; তামাক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ এ সম্পর্কিত অপরাধ ও নাগরিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে ক্ষতিপূরণ আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ বা বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন করবে।

১৯.২ এ বলা হয়েছে, আর্টিকেল ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কনফারেন্স অব পার্টির (COP) মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ একে অপরকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করবে

১৯.৩ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় আইন, নীতি ও আইনগত পদক্ষেপ দ্বারা এফসিটিসি বাস্তবায়নে এই সংক্রান্ত অপরাধ দমনে একে অপরকে আইনগত সহযোগিতা প্রদান করবে।

আর্টিকেল-২০ এ গবেষণা ও নীরিক্ষা (পর্যবেক্ষণ) ও তথ্যের আদান প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২০.১ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল-২১ এ প্রতিবেদন দাখিল ও তথ্য বিনিময় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২১.১ এ বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এফসিটিসি বাস্তবায়ন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী প্রতিবেদন আকারে নিয়মিতভাবে কনফারেন্স অব পার্টি (COP) এর সচিবালয়ে প্রদান করবে।

২১.২ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ COP- র সচিবালয় কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী তথ্যাবলী প্রতিবেদনে উল্লেখ করবে। এফসিটিসি বাস্তবায়নের প্রথম দু'বছর থেকেই এই প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রদান করবে।

আর্টিকেল-২২ এ তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, আইনগত ও অন্যান্য দক্ষতা বিনিময় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

২২.১ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে এফসিটিসির বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবে। পারস্পারিক এই সহযোগিতা কারিগরি, বৈজ্ঞানিক, আইনগত ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিনিময়ে উৎসাহ যোগাবে যা জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

২২.২ এ বলা হয়েছে, COP আর্টিকেল ২৬ অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহে কারিগরি, বৈজ্ঞানিক, আইনগত দক্ষতা, প্রযুক্তিগত সেবা ও আর্থিক সহযোগিতা বিনিময়ে উৎসাহ যোগাবে।

আর্টিকেল-২৩ এ কনফারেন্স অব পার্টি (COP) গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। COP এফসিটির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই COP এফসিটিসি বাস্তবায়ন তদারক করবে।

২৩.১ এ বলা হয়েছে, কনফারেন্স অব পার্টি (COP) প্রতিষ্ঠিত হবে। এফসিটিসি কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে COP এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে যেখানে পরবর্তী সময়ের সম্মেলনের (COP) স্থান ও তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

আর্টিকেল-২৪ এ COP-র সচিবালয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৪.১ এ বলা হয়েছে, কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থাসহ COP এর স্থায়ী একটি সচিবালয় থাকবে। যা COP এর প্রথম সম্মেলনেই চুড়ান্ত হবে এবং স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এর কাজ এগিয়ে নিবে।

আর্টিকেল-২৫ এ COP এর সঙ্গে আন্তঃসরকারগুলো সম্পর্ক কিরূপ হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এফসিটিসির উদ্দেশ্য অর্জনে আর্থিক ও কারিগরি চাহিদা নিশ্চিত করতে COP বিভিন্ন দেশের সরকারকে (আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনসহ) কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতার অনুরোধ জানাবে।

আর্টিকেল-২৬ এ এফসিটিসি বাস্তবায়নে ও COP এর সচিবালয় পরিচালনায় আর্থিক সংস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আর্টিকেল-২৭ এ দুটি বা তার অধিক রাষ্ট্রের মধ্যে এফসিটিসি বা এফসিটিসির কোন বিষয়ে দ্বিমত বা অমিল দেখা দিলে (Settlement of Disputes) বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষে মতবিরোধ/মতপার্থক্য দূরীকরণে COP এর মধ্যস্ততা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আর্টিকেল-২৮ এ এফসিটিসির সংশোধন বা উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে কোন সদস্য রাষ্ট্র এফসিটিসি সংশোধন বা উন্নয়নের প্রস্তাব করতে পারবে। COP তে এই

প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে এবং সংশোধনী প্রস্তাব গৃহিত হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী রাষ্ট্রকর্তৃক সংশোধন প্রস্তাবনা লিখিত আকারে COP তে উত্থাপিত হবার কমপক্ষে ছয় মাস পূর্বে সচিবালয়ের মাধ্যমে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে অবহিত করতে হবে।

আর্টিকেল-২৯ এ এফসিটিসি ও এর সংযুক্তি অভিযোজন ও সংশোধনী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আর্টিকেল-৩০ এ এফসিটিসির সংরক্ষণ বিষয়ে বলা হয়েছে।

আর্টিকেল-৩১ এ এফসিটিসিতে সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন প্রত্যাহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এফসিটিসি কার্যকর হওয়ার দু'বছর পর কোন সদস্য রাষ্ট্র সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে লিখিতভাবে COP সচিবালয়কে জানাতে হবে।

আর্টিকেল-৩২ এ সদস্য রাষ্ট্রের ভোটাধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আর্টিকেল-৩৩ এ এফসিটিসির প্রোটোকল সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে কোন সদস্য রাষ্ট্র প্রোটোকল প্রস্তাব করতে পারবেন। তবে COP তা বিবেচনা করা হবে। এফসিটিসির অধীন COP যে কোন প্রোটোকল গ্রহণ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এই আলোচনা যদি ভেস্তে যায়, অংশগ্রহণকারীরা একমত হতে না পারেন তবে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ৭৫% ভোটে COP সেই প্রোটোকল গ্রহণ করবে।

আর্টিকেল-৩৪ এ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বাক্ষর সম্পর্কে বলা হয়েছে, এফসিটিসি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে ১৬ জুন থেকে ২২ জুন ২০০৩ পর্যন্ত এবং জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ৩০ জুন ২০০৩ থেকে ২৯ জুন ২০০৪ পর্যন্ত সকল সদস্য রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

আর্টিকেল-৩৫ এ এফসিটিসিতে অনুস্বাক্ষর, গ্রহণ, অনুমোদন, আনুষ্ঠানিক সমর্থন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

আর্টিকেল-৩৬ এ এফসিটিসি কার্যকর হওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এফসিটিসিতে ৪০টি দেশের স্বাক্ষর, অনুস্বাক্ষর, গ্রহণ, অনুমোদন, আনুষ্ঠানিক সমর্থন প্রদানের ৯০দিন থেকে এটি কার্যকর হবে।

আর্টিকেল-৩৭ ও ৩৮ এ দাপ্তরিক বিষয়াবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয় এফসিটিসির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব জাতিসংঘের মহাসচিবের উপর থাকবে। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষাসমূহে (ইংরেজি, আরবি, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও স্প্যানিশ) এফসিটিসি লিখিত হবে। এফসিটিসি চুড়ান্ত করার তারিখ ২১ জুন ২০০৩।

এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের উদাহরণ

থাইল্যান্ড

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য কমিউনিটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানির তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নে বিলম্বিত, বিঘ্নিত ও দূর্বল করার কৌশল চিহ্নিত এবং তা প্রতিহত করার পদ্ধতির উন্নতিসাধন করে যাচ্ছে। থাইল্যান্ড ইতিমধ্যে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার জন্য এফসিটিসি নির্দেশিকার অধিকাংশই বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেছে।

থাইল্যান্ডে তামাক কোম্পানিগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করার জন্য ৬টি মূল কৌশল অবলম্বন করে। এগুলো হলো: (১) অসাধু বা প্রতারক ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করা, (২) উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা, (৩) স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনের প্রবক্তাদের টাকা দিয়ে হাত করা, (৪) একটি বিভ্রান্তিকর মুখোশ ধারণ করা, (৫) ভীতিপ্রদর্শন ও (৬) তামাকের বিজ্ঞাপন, প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণে অবজ্ঞা প্রকাশ।

উপরোল্লিখিত তামাক কোম্পানিগুলোর কৌশলসমূহ প্রতিহত করার জন্য থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য কমিউনিটি কর্তৃক ৫টি কৌশল গত দুই দশক ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। এগুলো হল: ১) সতর্ক নজরদারি চালানো, ২) নীতি নির্ধারনের সভা থেকে তামাক কোম্পানিকে বাদ দেয়া ৩) তামাক কোম্পানির পণ্য বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা, ৪) তামাক কোম্পানির উপর চাপ বজায় রাখা এবং ৫) কার্যকরভাবে নিয়মনীতি প্রয়োগে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা।

ফিলিপাইন

ফিলিপাইনে আর্টিকেল ৫.৩ তে স্বাস্থ্য বিভাগ, সিভিল সার্ভিস কমিশন এবং বিভিন্ন এনজিওর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে, স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্টিকেল ৫.৩-র নির্দেশিকার বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের কৌশল উদ্ভাবন ও প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক, উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারক, সিভিল সার্ভিস কমিশন ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ, আন্ত:সংস্থা সংযোগ স্থাপন, নীতি নির্ধারণ এবং যোগাযোগের জন্য একটি দল (working group) গঠন করেছে।

আন্ত:সংস্থা সমন্বয়কারী দল সরকারি সংস্থার সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের বিষয়গুলো নিশ্চিত করে। নীতি নির্ধারকগণ তামাক কোম্পানি-বিরোধী কার্যক্রম গতিশীলকরণে নীতি ও কৌশল প্রনয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তামাক কোম্পানির কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে IEC (Information Education Communication) উপকরন তৈরী ও যোগাযোগ পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

এই কমিটি আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কিত ফ্যাক্ট শীট, পোষ্টার, ভিডিও, চিঠির টেম্পলেট ও গণমাধ্যমের জন্য উপকরন তৈরী করে। ২০১০ সালের জুন মাসে, সরকারি কর্মচারীদের সাথে তামাক কোম্পানির যে কোন ধরনের যোগাযোগ নিষিদ্ধে DOH (Department of Health) এবং CSC (Civil Service Commision) পরবর্তী কার্যকর বিধান, তত্ত্বাবধান, বা নিয়ন্ত্রণের জন্য Joint Memorandum Circular ২০১০-০১ জারি করে।

বাংলাদেশ

তামাক কোম্পানিগুলো জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে প্রতিনিয়ত অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হওয়ার পূর্বে একটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি (বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো) বিদেশী ইপিল ইপিল, ইউক্যালিপটা ইত্যাদি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ লাগানো কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রাক্কালে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির ইমেজ ব্যবহার করে তামাক কোম্পানির এ ধরনের কার্যক্রম আইন সংশোধনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করার একটি প্রক্রিয়া বলে মনে করেন তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো।

তামাক কোম্পানির আগ্রাসন ও অপকৌশল থেকে নীতি ও আইন প্রণয়নকে সুরক্ষা দিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ যুক্ত করেছে। এতে তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে পরিচালিত অপকৌশলের অংশ না হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার যেহেতু এফসিটিসি স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে সেহেতু সরকারের এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ নির্দেশনা অনুসরন করার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা রয়েছে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও দেশের অন্যান্য তামাক বিরোধী সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় সংসদে তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় গাছ লাগানোর কর্মসূচি হতে বিরত থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ২৭ আগষ্ট ২০১২ সালে মাননীয় স্পীকার বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরবর্তীতে স্পীকার এ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সুপারিশ

এফসিটিসি তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জতিক চুক্তি। এ চুক্তির আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক এ চুক্তিটি তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে পরিগনিত। সরকার ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি আরো কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধন করেছে। সম্প্রতি তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% সারচার্জ আরোপ করেছে।

আর্ন্তজাতিক গবেষনায় দেখা গেছে বিশ্বে অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধির উল্লেযোগ্য কারণ তামাক হলেও এর পাশাপাশি অপর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম ও ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার (যেমন কোমল পানীয়, ফাস্টফুড ও জাঙ্কফুড, খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহার) এবং পরিবেশ দূষণ অসংক্রামক রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

তামাক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং শিল্পায়ন বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ, জলাশয় ও বায়ু মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকরা জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিকে প্রধান্য না দিয়ে পরিবেশ দূষণকারী নতুন নতুন শিল্প-কারখানার অনুমোদন দিচ্ছে। এ ধরনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার, কোমল পানীয়, ফাষ্ট ফুড, জুস, এনার্জি ড্রিংক্স, শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসকল খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে যথাযথ নীতিমালা না থাকায় সারাদেশে ব্যাপকভাবে এর সহজপ্রাপ্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোম্পানিগুলো জনগণ বিশেষ করে শিশুদের আকৃষ্ট করতে অর্কষণীয় ও লোভনীয় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করছে। এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়ার সাথে সাথে অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। স্বাস্থ্যহানীকর এসব পন্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মকৌশল (Startegic Plan) নির্ধারন করতে হবে।

আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি তামাক কোম্পানিগুলোর তামাক নিয়ন্ত্রণের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করার নানা অপকৌশল প্রতিহত করতে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ অত্যান্ত শক্তিশালী একটি হাতিয়ার। অসংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি (FCTC) ন্যায় একটি শক্তিশালী হাতিয়ার জরুরি। সরকারি, বেসরকারি সংগঠন ও গণমাধ্যমকে কোম্পানির অপকৌশলমূলক কার্যক্রমের প্রভাবমুক্ত রাখতে এ ধরনের হাতিয়ার বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তথ্যনির্দেশ:

এ গ্রন্থে মূলত বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রণীত "FCTC Article 5.3 Toolkit Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference" এফসিটিসি ও আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা ভাবানুবাদ করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আরও অনেক তথ্য বইয়ের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বেসরকারি পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

The document has been produced with a grant from
the International Union against Tuberculosis and Lung Disease
(The Union). The contents of this document are the
sole responsibility of the authors and can under
no circumstances be regarded as reflecting the
positions of the International Union against
Tuberculosis and Lung Disease (The Union) or the donors.

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১২৪৪৬, ৯১২১১১০
ই-মেইল: info@wbbtrust.org, ওয়েব: www.wbbtrust.org